গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক ২৭.০৩.২০১৮ খ্রি. তারিখের ১১তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	শাহাবুদ্দিন আহমদ ভারপ্রাপ্ত সচিব
সভার তারিখ	২৭.০৩.২০১৮ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১১.৩০ ঘটিকা
স্থান	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে সন্নিবেশ করা হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভার কার্যপত্র অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য উপস্থাপনের জন্য যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) কে আহবান জানান। যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) গত ২৫.০২.২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ১০ম সভার অগ্রগতির সাথে খাদ্য অধিদপ্তর, এফপিএমইউ এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অগ্রগতির তথ্য উপস্থাপন করেন। প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা ভিত্তিক অগ্রগতির তথ্য নিম্নরুপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

(ক) ২০০৯ সাল হতে বিভিন্ন তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহ (৭টি) বাস্তবায়নাধীন।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	বন্যাপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত খাদ্য গুদামগুলোতে যাতে বন্যার পানি প্রবেশ করতে না পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	বন্যাপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত খাদ্য গুদামসমূহ উচুঁকরণসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। নবনির্মিত এবং নির্মাণাধীন গুদাম ও সাইলো নির্মাণের ক্ষেত্রে বন্যার পানি প্রবেশে তথা বিপদজনক লেভেল এর উপরের উচ্চতায় ফ্লোর নির্মাণ করা হচ্ছে। এ বছরের বন্যায় দেশের কোথাও সরকারি কোন খাদ্য গুদামে পানি প্রবেশ করেনি। এছাড়া, বন্যা উপদ্রুত এলাকায় অবস্থিত সরকারি খাদ্য গুদামসমূহের উপর বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।	২০০৯ সাল হতে অদ্যাবধি যে কয়টি গুদাম নির্মিত হয়েছে তার কতগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্য দিতে হবে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে	খাদ্য অধিদপ্তর

২।	খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশে আগামী ৩-৫ বছরের মধ্যে অন্তত ৫ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন খাদ্য গুদাম নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য আধুনিক রাইস সাইলো নির্মাণের ব্যবস্থা থাকবে।	(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আলোকে এ যাবৎ উত্তরাঞ্চলে ১ লাখ ৮৭ হাজার মেট্রিক টনসহ সারাদেশে ৪.১৪ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত	
		(২) নির্মিত এ সকল গুদামের মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য বগুড়া জেলার সান্তাহারে ২৫ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার Multistoried Warehouse এবং বাগেরহাট জেলার মোংলায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার Concrete Grain সাইলো নির্মিত হয়েছে। এ ২টি স্থাপনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত	
		(৩) খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে ১.০৫ লাখ মেট্রিক টন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে ১৬২টি নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ইতোমধ্যে ১০টি (৫টি ১০০০ মেট্রিক টন এবং ৫টি ৫০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার খাদ্য গুদামের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে)। বর্তমানে ভৌত **অগ্রগতি৫০%।**	গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন চলমান রাখতে হবে	খাদ্য অধিদপ্তর
		(৪) বিশ্বব্যাংক এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্পের অধীন ৬টি রাইস সাইলো এবং ২টি গমের সাইলো নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যে দুইটি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। তাছাড়া খাদ্যশস্যের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের অধীন ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি খাদ্য পরীক্ষাগার নির্মাণের লক্ষ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বর্তমানে নির্মাণ কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৩৯%।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে	খাদ্য অধিদপ্তর
৩।	নেত্রকোণা সদর, মদন, কেন্দুয়া, কলমাকান্দা ও পূর্বধলা উপজেলায় খাদ্য গুদাম নির্মাণ	"Construction of 1.35 Lakh M.T Capacity New Food Godowns" শীর্ষক প্রকল্পের অধীন নেত্রকোণা জেলার পাঁচটি উপজেলায় খাদ্য গুদাম নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত	
৪।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগরে ১০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার খাদ্য গুদাম নির্মাণ।	Construction of 1.35 Lakh M.T Capacity New Food Godowns" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে নাসিরনগরে ১,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন খাদ্য গুদাম নির্মাণ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত	

<table>
<tr>
<td>৫।</td>
<td>বৃহত্তর রংপুর জেলাসমূহে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ রাখার বিষয়ে যথেষ্ট নজর দিতে হবে।</td>
<td>রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও গাইবান্ধা জেলাসমূহের জেলা-ওয়ারী খাদ্য (চাল ও গম একত্রে) মোট মজুদ (২২.০৩.২০১৮ তারিখে) নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>জেলার নাম</th><th>চাল মজুদ মেঃ টন</th><th>গম মজুদ মেঃ টন</th><th>মোট মজুদ</th></tr>
<tr><td>রংপুর</td><td>২০৩০০</td><td>২৭৮০</td><td>২৩০৮০</td></tr>
<tr><td>কুড়িগ্রাম</td><td>২০৬৬৫</td><td>১৫৮৫</td><td>২২২৫০</td></tr>
<tr><td>লালমনিরহাট</td><td>১৬৭৪১</td><td>৭০৪</td><td>১৭৪৪৫</td></tr>
<tr><td>নীলফামারী</td><td>১৬৬২৫</td><td>২৩০৩</td><td>১৮৯২৮</td></tr>
<tr><td>গাইবান্ধা</td><td>২৫৫৪০</td><td>২৪০৮</td><td>২৭৯৪৮</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৯৯৮৬৯</td><td>৯৭৮০</td><td>১০৯৬৪৯</td></tr>
</table>
বৃহত্তর রংপুর জেলায় সরকারি খাদ্যশস্যের মজুদ সন্তোষজনক।</td>
<td>বৃহত্তর রংপুরের জেলাসমূহে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ রাখতে হবে</td>
<td>খাদ্য অধিদপ্তর</td>
</tr>
</table>

৬।	মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ সংস্থাসমূহে শূন্য পদ পূরণের উদ্যোগ	খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের শূন্য পদ পূরণের তথ্য নিম্নরূপঃ **খাদ্য মন্ত্রণালয়ঃ** **(১) ১ম শ্রেণির১৯টি;** **(২) ২য় শ্রেণির ২১টি;** **(৩) ৩য় শ্রেণির ২১টি ;** **(৪) ৪র্থ শ্রেণির ১৪টি পদ ;** **মোট ৭৫টি পদ শূন্য।** ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৬টি ক্যাটাগরিতে সরাসরি নিয়োগযোগ্য ২৮টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের নিমিত্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশের প্রেক্ষিতে সর্বমোট ৩৩৮২৪টি আবেদনপত্র পাওয়া গেছে।The Computer Personnel (Government Organisations) Recruitment Rules, 1985 নিয়োগবিধি বাতিল হওয়ায় কম্পিউটার অপারেটর পদে ৪০০৭ জন আদেনকারীর পরীক্ষা গ্রহণ আপাতত ঃ স্থগিত রাখতে হবে। এ প্রেক্ষিতে বাকী অন্যান্য ২৩টি পদে সর্বমোট ২৯৮১৭ জন আবেদনকারীর লিখিত পরীক্ষা Bangladesh Institute of Management (BIM) মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের জন্য Bangladesh Institute of Management (BIM) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত ও চলমান	খাদ্য মন্ত্রণালয়
		খাদ্য অধিদপ্তরঃ **(১) ১ম শ্রেণি ক্যাডার ও নন-ক্যাডার-২৬১টি;** **(৩) ২য় শ্রেণি-৫৫৯টি;** **(২) ৩য় শ্রেণির-২৯৪৯টি;** **(৩) ৪র্থ শ্রেণির-৯৩৬টি;** **মোট সর্বমোট-৪৭০৫টি পদ** পর্যবেক্ষণঃ নিয়োগবিধি রাষ্ট্রপতির নিকট হতে ১৩.০৩.২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে গেজেটে প্রকাশের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। নিয়োগবিধি প্রকাশিত হলে শূন্য পদ পূরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	নিয়োগবিধি গেজেটে প্রকাশিত হলে দ্রুত শূন্য পদ পূরণ করতে হবে।	খাদ্য অধিদপ্তর

		বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষঃ নবগঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, ৪ (চার) জন সদস্য, ১ (এক) জন সচিব এবং ৫ (পাঁচ) জন পরিচালক পদসহ মোট ১১টি পদ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পূরণ করা হয়েছে। দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে **BFSA** এর ৩৭১ জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো **২৪.০৮.২০১৭ খ্রি. তারিখে অনুমোদন** করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চাকুরী প্রবিধানমালা চূড়ান্তকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	দ্রুত চাকরী প্রবিধানমালা চূড়ান্ত করতে হবে	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৭।	আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের ৪০% মোংলা বন্দরে খালাস (১৫-০৩-২০১১ তারিখে বাগেরহাটে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি)।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের ৪০% মংলা বন্দরে এবং ৬০% চট্টগ্রাম বন্দরে খালাসের প্রতিশ্রুতি অব্যাহতভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে	খাদ্য অধিদপ্তর

(খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন (০৯.১১.২০১৪ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা)।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সব মৌসুমে খাদ্য উৎপাদন ভাল নাও হতে পারে। এ ধরনের বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা মাফিক পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ গড়ে তুলতে হবে।	প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যান্য কারণে ফসলহানির আশংকাকে প্রাধান্য দিয়ে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় সারা বছরব্যাপী খাদ্য মজুদ করে থাকে। চলতি অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ১২.৬৮ লাখ মেট্রিক টন চাল ও ২.০০ লাখ মেট্রিক টন গম এবং বৈদেশিক সূত্র হতে ১২.০৫ লাখ মেট্রিক টন চাল ও ৬.০০ লাখ মেট্রিক টন গম সংগ্রহের পরিকল্পনা রয়েছে। পরিকল্পনা মাফিক পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ গড়ে তোলা হচ্ছে।	পরিকল্পনা মাফিক পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।	খাদ্য অধিদপ্তর
২।	মাঠ পর্যায়ে সরকারের গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তামূলক ও আয়বর্ধক বিভিন্ন কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সামাজিক নিরাপত্তামূলক ও আয়বর্ধক বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন-খাদ্যবান্ধব, ওএমএস, ভিজিডি, শিক্ষার জন্য খাদ্য, সম্প্রীতি ও উন্নয়ন কর্মসূচি ইত্যাদি খাতে বিতরণের জন্য খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌঁছানো এবং সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে।	সামাজিক নিরাপত্তামূলক ও আয়বর্ধক বিভিন্ন কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।	খাদ্য অধিদপ্তর

৩।	মানুষের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সুষম খাদ্য সংক্রান্ত তথ্য কণিকা মন্ত্রণালয় প্রচার করতে হবে এবং ভাত, মাছ-মাংস, শাক সবজি, ফলমূল ইত্যাদির তালিকা প্রণয়ন করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি খাদ্য মন্ত্রণালয়ও প্রচার করবে।	খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত NFPCSP প্রকল্পের সহায়তায় পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে '৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের জন্য (১) ঘরে তৈরী উন্নত পরিপূরক খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী, (২) Food Composition Table for Bangladesh এবং (৩) ''জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা'' প্রণয়নপূর্বক বহুল প্রচার করা হয়েছে, প্রকাশনাগুলো আরও প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।	সুষম খাদ্য বিষয়ক তথ্য কণিকা প্রকাশ ও প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে এবং আপডেট তথ্য দিতে হবে।	এফপিএম ইউ
৪।	৭ম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে	খাদ্য মন্ত্রণালয়
৫।	বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত করার নীতিতে কাজ করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।	বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত করার জন্য নতুনভাবে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির কর্মপরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।	ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত করার নীতিতে কাজ করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে এবং আপডেট তথ্য দিতে হবে।	এফপিএম ইউ
৬।	খাদ্যশস্য গুদামজাত যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পোকা আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।	খাদ্যশস্য যাতে কীটাক্রান্ত না হয় সে জন্য প্রতি বছর কীটনাশক, আদ্রতামাপক যন্ত্র এবং জিপি শীট সংগ্রহ করে মাঠ পর্যায়ের চাহিদা মোতাবেক এলএসডি/সিএসডি/ সাইলোতে প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগ/স্থাপনার কারিগরী খাদ্য পরিদর্শক/ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক(কারিগরী) এবং সহকারী রসায়নবিদগণ নিয়মিত সংরক্ষিত খাদ্যশস্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্যশস্য পরীক্ষা করেন।	খাদ্যশস্য গুদামজাত যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পোকা আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত পরীক্ষা করা হচ্ছে।	খাদ্য অধিদপ্তর
৭।	অপচয়, ক্ষতি, নষ্ট হওয়া থেকে খাদ্যশস্য রক্ষার জন্য পরিদর্শন/তদারকি জোরদার করতে হবে।	খাদ্যশস্য অপচয়, ক্ষতি, নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষার জন্য মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মজুদ খাদ্যশস্য পরিদর্শন করে থাকেন। খাদ্যশস্যের গুণগতমান যাচাই, কীট নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং মনিটরিং অব্যাহত আছে।	অপচয়, ক্ষতি, নষ্ট হওয়া থেকে খাদ্যশস্য রক্ষার জন্য পরিদর্শন/তদারকি করা হচ্ছে।	খাদ্য অধিদপ্তর
৮।	আধুনিক মানসম্মত খাদ্য গুদাম নির্মাণ করতে হবে এবং এজন্য গৃহিত প্রকল্প গুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে।	মংলা বন্দরে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ৫০,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কনক্রিট গ্রেইন সাইলো নির্মাণ প্রকল্পটির কার্যক্রম জুন ২০১৬ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটি ২৭ অক্টোবর ২০১৬ খ্রি. তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত	

		আধুনিক মানসম্মত খাদ্য গুদাম হিসেবে বগুড়ার সান্তাহারে ১টি মাল্টিস্টোরিড ওয়ার হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। **Multistoried Warehouse** এর কাজ ১০০% বাস্তবায়িত হওয়ায় ২৬.০২.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **Warehouse**টি শুভ উদ্বোধন করেন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত	
		আধুনিক পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দেশের কৌশলগত ৮টি স্থানে ৫.৩৫ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ৬টি চালের জন্য এবং ২টি গমের জন্য মোট ৮টি আধুনিক সাইলো নির্মাণ করা হচ্ছে। **এ সকল নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৩৯ %।**	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নি র্দেশনা দ্রুত বাস্ তবায়ন করতে হবে	খাদ্য অধিদপ্তর
৯।	পোস্তগোলা ময়দার মিলের নির্মাণ কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করে ময়দা উৎপাদনে যেতে হবে।	**দৈনিক ২০০ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারি আধুনিক ময়দার মিল এর নির্মাণ জুন, ২০১৫ সালে সমাপ্ত হয়েছে। মিলটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৮ অক্টোবর ২০১৫ খ্রি.** ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন। **বর্তমানে ময়দা মিলটিতে দৈনিক ০১ (এক) পালায় ৬০ মেট্রিক টন আটা উৎপাদন করা হচ্ছে।**	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত	
১০।	জনসাধারণের জন্য ভেজালমুক্ত খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে এবং ভেজাল রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা জোরদার করতে হবে।	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের Allocation of Business এর আওতাধীন নিরাপদ খাদ্য আইন' ২০১৩ গত ১ ফেব্রুয়ারি' ২০১৫ খ্রি. তারিখ কার্যকর করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, ৪ জন সদস্য, কর্তৃপক্ষের সচিব ও ৫ জন পরিচালককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। **BFSA** এর জন্য ৩৭১ জনের জনবল কাঠামো ২৪.০৮.২০১৭খ্রি. তারিখেঅনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়া, খাদ্যে ভেজাল রোধ করার জন্য এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ১৬টি জেলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	ভেজালমুক্ত খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে এবং ভেজাল রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা অব্যাহত রাখত ে হবে এবং আপডেট তথ্য দিতে হবে।	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
১১।	খাদ্য সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রমে পাটের বস্তা ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে।	বর্তমানে খাদ্যশস্য সংগ্রহ মজুদকরণ ও বিলি-বিতরণে খাদ্য অধিদপ্তর ১০০% পাটের বস্তা ব্যবহার করছে। ভবিষ্যতেও এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসরণ অব্যাহত আছে।	খাদ্য অধিদপ্তর
১২।	শ্রীলংকায় চাল রপ্তানির কার্যক্রম দ্রুত শেষ করতে হবে।	কৃষি বান্ধব সরকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি বিশেষতঃ দানাশস্য উৎপাদনে বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। সরকারি মজুদ সন্তোষজনক হওয়ায় ডিসেম্বর/ ২০১৪ এবং জানুয়ারি/ ২০১৫ মাসে ১২,৫০০ মেট্রিক টনের ২টি চালানে শ্রীলংকায় সরকার টু সরকার পর্যায়ে ২৫ হাজার মেট্রিক টন চাল রপ্তানি করা হয়েছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত	

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শাহাবুদ্দিন আহমদ
ভারপ্রাপ্ত সচিব

স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০২৪.৩৩.০০৪.১৭.১৮

তারিখ: ১৮ চৈত্র ১৪২৪
০১ এপ্রিল ২০১৮

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩) জনাব মোহাম্মামদ মাহফূজুল হক, চেয়্যারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ/
৪) মহাপরিচালক, মহাপরিচালক (এফপিএমইউ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৫) মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
৬) চেয়ারম্যান,বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ,৭১-৭২,ইস্কাটন গার্ডেন রোড,ঢাকা।
৭) পরিচালক - ৪, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৮) পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
৯) পরিচালক, পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
১০) পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
১১) সচিবের একান্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সচিবের দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়
১২) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, খাদ্য মন্ত্রণালয় (২৭.০৩.২০১৮ খ্রি. তারিখের কার্যবিবরণীটি আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

শিরীনা দেলহুর
যুগ্ম সচিব